The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

স্বামীবিবেকানন্দের বেদান্তদর্শন ও যুবসমাজের নৈতিক বিকাশ

Soumyadeep Sardar
Ph.D. Scholar, Dept. of Sanskrit, Gujarat University, Gujarat, India
DOI: https://doi.org/10.70798/tgjct/010400026

Abstract

এই প্রবন্ধে স্বামীবিবেকানন্দের বেদান্তদর্শনের আলোকে যুবসমাজের নৈতিক বিকাশের বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বর্তমান সমাজে যুবসমাজ বিভিন্ন মানসিক সংকট, মূল্যবোধ অবক্ষয় এবং আত্মবিশ্বাসের অভাবের মতো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এই প্রক্ষাপটে বিবেকানন্দের বেদান্ত ভাবনা যুবসমাজকে নৈতিক ও মানবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশ করে। এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হল বিবেকানন্দের বেদান্তদর্শনের মৌলিক ধারণাগুলি বিশ্লেষণ করা এবং যুবসমাজের নৈতিক বিকাশের প্রাসঙ্গিকতা নিরূপণ করা।

গবেষণায় মূলত গ্রন্থনির্ভর ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। বিবেকানন্দের বিভিন্ন রচনা ও বক্তৃতার আলোকে তাঁর বেদান্ত ভাবনার মূল দিকগুলি পর্যালোচনা করা হয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে দেখা যায় যে বিবেকানন্দের শিক্ষা যুবসমাজের মধ্যে আত্মশক্তি, আত্মবিশ্বাস, নৈতিকতা, মানবসেবা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করতে সক্ষম।

অতএব, এই গবেষণার ফলাফল থেকে বলা যায় যে বিবেকানন্দের বেদান্তদর্শন যুবসমাজের নৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং একটি মানবিক ও নৈতিক সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে সহায়ক।

Keywords: *স্বামী বিবেকানন্দ, বেদান্তদর্শন, যুবসমাজ, নৈতিক বিকাশ, মানবসেবা, আত্মশক্তি*

ভূমিকা (Introduction)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতীয় নবজাগরণের অন্যতম প্রধান পুরোধা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)। তিনি মহান আধ্যাত্মিক গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য এবং ভারতীয় বেদান্ত ভাবধারার এক অসামান্য ব্যাখ্যাতা। স্বামী বিবেকানন্দ কেবল একজন সন্ন্যাসী বা ধর্মপ্রবর্তক নন, তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক, সমাজচিন্তক এবং মানবকল্যানের সাধক। তাঁর জীবন ও চিন্তাধারার মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও দেবত্বকে জাগ্রত করা। ১৮৯৩ সালে 'Parliament of the world's Religions'-এ প্রদত্ত তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতা বিশ্বব্যাপী ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও বেদান্ত দর্শনের পরিচয় বহন করে। স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের চরিত্রগঠন, আত্মবিশ্বাস এবং মানবসেবাকে গুরুত্ব দিয়েছেন, যা বিশেষত যুবসমাজের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

ভারতীয় দর্শনের অন্যতম প্রধান ধারা হল বেদান্ত। বেদান্তদর্শনের মূল ভিত্তি হল উপনিষদের তত্ত্ব, যেখানে ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্যের ধারণা বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। এই দর্শনের প্রধান শিক্ষা হল- প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অসীম শক্তি ও দেবত্ব নিহিত রয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ এই বেদান্তদর্শনকে কেবল তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং তিনি এটিকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগযোগ্য একটি নৈতিক ও মানবিক আদর্শ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, মানুষ যদি নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি উপলব্ধি করতে পারে। এই ভাবনা থেকেই তিনি "ব্যাবহারিক বেদান্ত" (Practical Vedanta)- এর ধারণা তুলে ধরেন, যেখানে মানবসেবা, সহমর্মিতা এবং নৈতিক জীবনযাপনকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

Published By: ***Atasi Publisher***
All rights reserved. © 2026

গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives)

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হল স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্তদর্শনের মূল ভাবনাগুলিকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানবজীবনের আধ্যাত্মিক ভিত্তি, আত্মজ্ঞান এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকগুলি স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা। তাঁর বেদান্তদর্শন কেবল তাত্ত্বিক নয়, বরং বাস্তব জীবনে প্রয়োগযোগ্য- এই বিষয়টিকে বিশেষভাবে আলোচনায় আনা হয়েছে।

এছাড়া, যুবসমাজ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করা এই গবেষণার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। বিবেকানন্দ যুবকদের জাতির শক্তি হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, শৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও কর্মপ্রণার বিকাশকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাই তাঁর চিন্তাধারায় যুবসমাজের ভূমিকা ও দায়িত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অতঃপর, যুবসমাজের নৈতিক বিকাশে বেদান্তদর্শনের গুরুত্ব নির্ণয় করাও এই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য। বর্তমান যুগে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের প্রেক্ষিতে বেদান্তদর্শন কীভাবে যুবকদের মধ্যে নৈতিক চেতনা মানবিকতা ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সহায়তা করতে পারে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এইভাবে গবেষণাটি সমকালিন সমাজে বেদান্তদর্শনের প্রাসঙ্গিকতা প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে।

গবেষণার পদ্ধতি (Methodology)

এই গবেষণায় মূলত গ্রন্থনির্ভর গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, যেখানে স্বামী বিবেকানন্দের রচনা, বক্তৃতা এবং বেদান্তদর্শন সংক্রান্ত প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ বিশদভাবে অধ্যয়ন করা হয়েছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাথমিক ও গৌণ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বিষয়বস্তুর ভিত্তি সুদৃঢ় করা হয়েছে।

এর পাশাপাশি বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি প্রয়োগ করে সংগৃহীত তথ্যসমূহকে সুসংগঠিত ভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন দার্শনিক ধারণা, মতবাদ এবং তত্ত্বকে যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশ্লেষণ করে তাদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা নির্ণয় করা হয়েছে। এর ফলে গবেষণার বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হয়েছে।

বিবেকানন্দের বেদান্তদর্শনের মূল ধারণা

নদী নিজের জল পান করে না, গাছও নিজের ফল খায় না, এদের অস্তিত্ব যেমন পরের জন্য, তেমনি যুগে যুগে মহাত্মারা পরের মঙ্গলের জন্য জীবন ধারণ করেন। তাঁরা মানব জাতিকে শান্তি ও আনন্দ এনে দেন। তাঁরা নিজেরা ভয়ংকর মায়া সমুদ্র অতিক্রম করে নিঃস্বার্থ ভাবে অন্যদের অতিক্রম করতে সাহায্য করেন। পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণের জীবন ও বাণী সব যুগের সব মানুষেরই প্রেরণার উৎস।

ভারতবর্ষের প্রাচ্যদর্শন যা সুপ্রাচীন কাল হতে আজ পর্যন্ত ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীকে আলোড়িত করেছে, তা হল বেদান্ত। কঠোপনিষদে নচিকেতার ত্যাগ, সত্যবাদিতা ও আদর্শে পরিতুষ্ট হয়ে যমরাজ নচিকেতার কাছে আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন। কঠোপনিষদে খুব সুন্দরভাবে সেটা আম্নাত হয়েছে। মুণ্ডকোপনিষদে ও কেনোপনিষদে সর্বব্যাপী জ্যোতির্ময় ব্রহ্মের আত্মস্বরূপতা উপদিষ্ট হয়েছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদেও ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব প্রকটিত হয়েছে। অদ্বৈতবেদান্ত বিধৃত এই 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ভাবটি স্বামীজি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের কাছে অপরিপক্ক অবস্থায় একদিন তিনি বলেই ফেললেন 'ঘটিটাও ব্রহ্ম, বাটিটাও ব্রহ্ম? এটা কেমন করে সম্ভব? ঠাকুর উত্তরে বলেছিলেন হ্যাঁ জগতের সবকিছু ব্রহ্ম, পরে এটা বুঝতে পারবি।' স্বামীজি পরবর্তী জীবনে এটি যে বুঝেছিলেন তাই নয়, প্রাচ্যের এই বৈদান্তিক আদর্শকে সামাজিক স্তরে কল্যানের পথে নামিয়ে এনেছিল।

যুবসমাজ সম্পর্কে স্বামীবিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি

রক্তিম আকাশের বুক চিরে উদিত হয় তিমিরবিদার সূর্য্য। ঘুমন্ত ভুবনকেই তিনি এক লহমায় জাগরিত করেন। দীর্ঘ রাত্রির অন্ধকার, জড়তা, আলস্য ও নিদ্রাকে চূর্ণ করে তিনি উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হতে থাকেন। পৃথিবীর কোলে আবির্ভূত হয় এক নতুন প্রভাত। মানুষের মনে জাগ্রত হয় নবীন আশা, সঞ্চারিত হয় নতুন উদ্যম, নতুন প্রেরণা। বিগত শতাব্দীতে ভারতের

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

ভাগ্যাকাশে স্বামীবিবেকানন্দের যে আবির্ভাব তা প্রকৃতির আকাশে সূর্যের আবির্ভাবের সঙ্গে তুলনীয়। জাতির জীবনের অন্ধকার রাত্রি, তামসিকতার পুঞ্জীভূত পাহাড় অপসৃত হয়েগিয়েছিল তাঁর আলোকোজ্জ্বল অভ্যুদয়ে। সমগ্র দেশের মানুষের মধ্যে এসেছিল অভূতপূর্ব জাগরণ, অদৃষ্টপূর্ব এক উদ্দীপনা, কর্মোদ্যোগ, আশা ও আত্মত্যাগের জোয়ার।

ভারতভূমিতে স্বামীজির আহ্বান- এসো মানুষ হও। নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখো- সবজাতি কেমন উন্নততর পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালোবাসো? দেশকে ভালোবাসো? তা হলে এসো। ভালো হবার জন্য উন্নতির জন্য প্রাণপন চেষ্টা কর। পেছনে চেও না, অতি প্রিয় আত্মীয় স্বজন কাঁদে কাঁদুক, তবু পেছনে চেও না, সামনে এগিয়ে যাও - বলেছিলেন স্বামীবিবেকানন্দ। পুরুষকারের ও পরার্থ পরতার ওজস্বিনী বাণী শুনিয়েছিলেন দেশকে। জাগাতে চেয়েছিলেন অধঃপতিত মুমূর্ষু দেশবাসিকে। মনুষ্যত্বের অবমাননা তিনি সহ্য করতে পারেননি তাই তিনি দেশবাসীর মানবতাকে উদ্বুদ্ধ করতে দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছেন, হাজার বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের বিচার করে মানুষ শক্তিক্ষয় করেছে। শতশত যুগের সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হতে হবে। তাদের ক্ষুধার্ত মুখে অন্নদান করবে। সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করবে। আর মানবিকতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে যারা পশুত্বে পরিণত হয়েছে, তাদের মানুষ করবার জন্য আমরণ চেষ্টা করবে।

অশিক্ষিত দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের জন্য এই সর্বজনীন প্রেমানুভূতি ও মমত্ববোধ স্বামীজির মনের নিছক ভাবালুতা বা অতিশয়োক্তি নয়, এ যে সভ্যতা তাঁর আমরণ নিঃস্বার্থ কর্মযোগের মধ্য দিয়েই প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে।

সর্বত্যাগী বিবেকানন্দ মুক্তপুরুষ ছিলেন সত্য, কিন্তু অসংখ্য বন্ধনের দুঃসহ যে সংসার, তাকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। উন্মুখ হৃদয় পরমাত্মার সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। তাই বুঝি তিনি বলেছেন সন্ন্যাসীর জীবন 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়।' সন্ন্যাস গ্রহণ করে এই পরম সত্যটি যদি কেউ ভুলে যায়, তবে বৃথা তার জীবন। স্বামীজির সকল সাধনা ও প্রার্থনার একটি লক্ষ্য সর্ব জীবে সেবা ও সমদর্শিতা। একে জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রতরূপে গ্রহণ করে বিশ্ববাসীকে তিনি দীক্ষা দিলেন "জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর" এই মন্ত্রে।

জগতের হিতার্থে ও পরমসেবার্থে ত্যাগীশ্রেষ্ঠের এই কর্ম প্রেরণা শুধু তাঁর নিজের জীবনকেই মহত্তর করেনি, সারা বিশ্ববাসীর প্রাণেও অভূতপূর্ব প্রেরণা, উৎসাহ ও কর্মদক্ষতা যুগিয়েছিল, তাই আমরা দেখতে পাই দেশে দেশে তাঁর অতি আদৃত সেবাশ্রম, বিদ্যালয় পাঠাগার ও বেদান্তকেন্দ্র।

স্বামীজি আরো মনে করতেন, মানুষের উন্নতির অর্থ তার মনের উন্নতি। ইতিহাসের অর্থ – মানুষের মন প্রকৃতিকে কতখানি নিজের কাজে লাগাচ্ছে। মানুষ মূলতঃ পরিবেশের দাস নয়। পরিবেশ তাকে এগিয়ে যেতে বা পিছিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারে মাত্র, কিন্তু এই মানুষের মধ্যেই এমন একটা শক্তি আছে যার দ্বারা সে পরিবেশের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন ভাবে এগিয়ে যেতে পারে এবং অভিনব সৃজনী শক্তির সাহায্যে পরিবেশকে পাল্টে দিতে পারে। এই শক্তি যার মধ্যে যত বেশি তাকেই আমরা তত উন্নত বলে ধরে থাকি।

স্বামীজি ভারতপ্রেমী ছিলেন। ভারত তাঁর কাছে পুণ্যভূমি, কর্মভূমি, ধর্মভূমি। ভারত ঋষির দেশ, সেইসব মানুষের দেশ, যাঁরা সত্যের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারতেন। স্বামীজি ভারতকেই সত্য বলে সম্বোধন করেছিলেন, বলেছিলেন ভারতের মৃত্যু হলে সত্যের মৃত্যু ঘটবে, ধর্ম লোপ পাবে, সমস্ত সু-উচ্চ চিন্তা মুছে যাবে। শুধু ভারতের জন্য ভারতের বেঁচে থাকার দরকার নয়, বিশ্বের জন্য ভারতের বেঁচে থাকার দরকার। ভারত সমস্ত পৃথিবীর ধর্মগুরু।

যুবসমাজের নৈতিক বিকাশে বেদান্তদর্শনের ভূমিকা

বিবেকানন্দ তাঁর নবচেতনায় সঞ্জীবিত অদ্বৈতবেদান্তের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রত্যাবর্তন কালে বলেছিলেন, ভারতবর্ষ তাঁর হৃদপদ্ম, দেশের প্রতিটি নরনারী তাঁর জাগ্রত দেবতা, প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁর প্রাণ। এই দেশের প্রাণপ্রতিষ্ঠাই তাঁর জীবনে এবার প্রধান কাজ। ভারতবর্ষ এবার কেন্দ্র। ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের জীবনে নতুন নতুন প্রাণের তরঙ্গ সৃষ্টি করাই বিবেকানন্দের ধর্মের ধারণা। এই ধারণার মর্মমূলে অদ্বৈতবেদান্তের চূড়ান্ত সুরটি বাঁধা ছিল, তা হলো প্রকৃত

All rights reserved. © 2026

মানুষ হতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় মান হুষ- মানুষ। মানুষ এক অখণ্ড চৈতন্যময়। সমস্ত বন্ধনদশা ঘুঁচিয়ে উঠতে পারা, সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হয়ে আরও আরও বড় মানুষ হতে পারা, এ জীবনে আরেক পদক্ষেপ অগ্রসর হতে পারা, বিশ্বের সমস্ত মানুষের মধ্যে জ্যোতির্ময় আলোকে দেখতে পারা এবং সেই ঐকতান কান পেতে শুনতে পারাই বৈদান্তিক বিবেকানন্দের একমাত্র লক্ষ্য।

বেদান্তদর্শন মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব ও অসীম শক্তির ধারণাকে গুরুত্ব দেয়। স্বামীবিবেকানন্দের ব্যাখ্যায় এই দর্শন যুবসমাজকে আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাস অর্জনের পথে উদ্বুদ্ধ করে। তাঁর মতে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অসীম সম্ভবনা নিহিত রয়েছে; মানুষ যদি নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উপলব্ধি করতে পারে, তবে সে আত্মবিশ্বাসী ও দৃঢ়চেতা হয়ে উঠতে পারে। এই আত্মবিশ্বাসই যুবসমাজকে জীবনের বিভিন্ন সংকট মোকাবিলা করতে সাহস ও প্রেরণা জোগায়।

বেদান্তদর্শন নৈতিকতা ও সত্যনিষ্ঠাকেও বিশেষ গুরুত্ব দেয়। আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্যের ধারণা মানুষকে সত্য, সততা ও ন্যায় পরায়নতার পথে পরিচালিত করে। যখন মানুষ উপলব্ধি করে যে, সকল প্রাণীর মধ্যেই সহানুভূতি, সততা ও নৈতিক আচরণের বিকাশ ঘটে। ফলে যুবসমাজের মধ্যে সত্যবাদিতা, আত্মসংযম ও নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে।

এছাড়া বেদান্তদর্শন সমাজ সেরা ও মানবকল্যাণের আদর্শকেও গুরুত্ব দেয়। স্বামীবিবেকানন্দ "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"- র মাধ্যমে মানবসেবাকে আধ্যাত্মিক সাধনার অংশ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। এর ফলে যুবসমাজ সমাজের দুঃখী ও অবহেলিত মানুষের সেবায় উদ্বুদ্ধ হয় এবং মানবকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

বেদান্তদর্শন যুবকদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি ও সামাজিক দ্বায়িত্ববোধ জাগ্রত করতে সহায়তা করে। আত্মবিশ্বাস, নৈতিকতা ও মানবসেবার আদর্শের মাধ্যমে যুবসমাজ সমাজের উন্নয়নে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয় এবং একটি নৈতিক ও মানবিক সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আধুনিক সমাজে প্রাসঙ্গিকতা

বর্তমান সময়ে যুবসমাজ নানা ধরণের মানসিক সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। প্রতিযোগিতামূলক জীবনযাত্রা, প্রযুক্তিনির্ভরতা, বেকারত্ব ও সামাজিক চাপের কারণে অনেত তরুণের মধ্যে মানসিক উদ্বেগ, হতাশা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা যাচ্ছে। এর ফলে তাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছে।

এছাড়াও আধুনিক সমাজে ক্রমশ মূল্যবোধের অবক্ষয় লক্ষ্য করা যায়। ভোগবাদী মানসিকতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনধারার প্রভাবে অনেক ক্ষেত্রে সত্যনিষ্ঠা, সহানুভূতি, আত্মসংযম ও সামাজিক দায়িত্ববোধের মতো নৈতিক মূল্যবোধ দুর্বল হয়ে পড়েছে। এর ফলে ব্যক্তি ও সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই নৈতিক সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপটে স্বামীবিবেকানন্দের বেদান্তভাবনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তাঁর শিক্ষা আত্মবিশ্বাস, চরিত্রগঠন, মানবসেবা ও নৈতিক জীবনের উপর গুরুত্ব দেয়। এই আদর্শ যুবসমাজকে মানসিকভাবে দৃঢ়, নৈতিকভাবে সচেতন এবং সমাজকল্যাণে উদ্বুদ্ধ করতে সহায়ক হতে পারে।

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে স্বামীবিবেকানন্দের বেদান্ত দর্শন কেবল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নয় বরং মানবজীবনের নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের এক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। তাঁর বেদান্ত ভাবনা যুবসমাজকে আত্মশক্তি, আত্মবিশ্বাস, সত্যনিষ্ঠা ও মানবসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে। বর্তমান যুগে যখন নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও মানসিক সংকট বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন বিবেকানন্দের শিক্ষা যুবসমাজকে সঠিক পথ নির্দেশ করতে সক্ষম। অতএব, তাঁর বেদান্তদর্শনের আদর্শ অনুসরণ করে যুবসমাজ নৈতিকভাবে উন্নত হয়ে ভবিষ্যৎ সমাজগঠনে ইতিবাচক ও মানবকল্যাণমুখী ভূমিকা পালন করতে পারে।

References

বসু, প্র. স্বামীবিবেকানন্দ, প্রথমভাগ, উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৪৯।
পূর্ণাত্মানন্দ, স্বা. এবার কেন্দ্র বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা।

Published By: Atasi Publisher
All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

'এসো মানুষ হও'— স্বামীজির বক্তৃতাংশ থেকে গৃহীত।

বিবেকানন্দ, স্বা. বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৬০।

চেতনানন্দ, স্বা. বেদান্তঃ মুক্তির বাণী, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা।

মিত্র, কৌ. বিবেকানন্দের বিপ্লবচিন্তা, সুজন পাবলিকেশনস, কলিকাতা, ১৯৭০।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দের তথ্যাবলী থেকে গৃহীত।

বসু, শ. বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, প্রথমখণ্ড, শ্রীসুনীল মণ্ডল প্রকাশক, মণ্ডল বুক হাউস প্রকাশনি, কলকাতা, ১৯৫৫।

যুগদিশারি বিবেকানন্দ, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সম্পাদক, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা।

বিবেকানন্দ, স্বা. বর্তমান ভারত, স্বামী শুদ্ধানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা।

পূর্ণাত্মানন্দ, স্বা. বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা।

গম্ভীরানন্দ, স্বা. যুগনায়ক বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৬৬।

All rights reserved. © 2026